তারিখ ... 06 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির নানা সমস্যা

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইব্রেরি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কত উন্নত তা সহজে অনুমান করা যায় সেই প্রতিষ্ঠানটির লাইব্রেরিকে দিয়ে। সুতরাং সহজেই বলা যায় একটি উন্নত লাইব্রেরি ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর জ্ঞানের পরিধিকে উন্নত করার জন্য একটি সফল প্রচেষ্টা। যে কোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য একটি আধুনিক লাইব্রেরি দরকার; অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ কেবলমাত্র লাইব্রেরির মাধ্যমে সম্ভব যদি তা আধুনিক লাইব্রেরি হয়। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি লাইব্রেরি রয়েছে।

মোঃ আইয়ুব আলী

শিক্ষার্থীগণের মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অত্যন্ত আধুনিক সাজে সজ্জিত করা হয়েছে লাইব্রেরি ভবন। বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের পাশেই তিনতলা বিশিষ্ট লাইব্রেরি ভবনটি দেশের লাইব্রেরি ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৬৪ সালে বর্তমান ভবনটিকে গ্রন্থাগার হিসাবে নির্মাণ করে বইপত্র স্থানান্তর করা হয় এবং লাইব্রেরিকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে (ধার শাখা, রিডিং শাখা, সাময়িকী শাখা, ফটোস্ট্যাট শাখা, প্রশাসনিক শাখা, রেফারেন্স শাখা ইত্যাদি)।

ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকগণের যে সমস্ত বই প্রয়োজন সাধারণত সে সমস্ত বই খোলাবাজারে পাওয়া যায় না। আর ২/১ পাওয়া গেলেও মূল্য এত বেশি যে, তা ছাত্র-শিক্ষকদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তাছাড়া জার্নাল তো রয়েছেই। এসব কারণে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষককে পড়াশুনার জন্য সম্পূর্ণভাবে লাইব্রেরির ওপর নির্ভর করতে হয়। আগেই বলেছি, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আধুনিক লাইব্রেরি একটি আপরিহার্য শর্ত। এতো গুরুত্বপূর্ণ হবার পরও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি কর্তৃপক্ষের অবহেলার শিকার হয়েছে।

আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করছে,চালু করছে অভিনব পদ্ধতি, ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পাঠ্য সামগ্রীর ক্যাটালগিং এবং শ্রেণীকরণ পদ্ধতি দেখে মনে হয় এ যেন ক্রমশ পিছনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ কারণে পাঠ্য সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না।

জানা গেছে পাঠ্য সামগ্রী ক্যাটলগিং এবং শ্রেণীকরণ পদ্ধতির কোন সমরূপতা নাই। নেই লাইব্রেরির ক্যাটালগিং পদ্ধতি এবং শ্রেণীকরণ পদ্ধতি যা প্রচলিত আছে তা বিশ্বের উন্নত দেশে তো দূরের কথা বাংলাদেশেই অচল। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রধান লাইব্রেরিতে ক্যাটালগিং-এর ক্ষেত্রে এএসিআর (এ্যাংলো আমেরিকান ক্যাটালগিং রুল)-২ প্রচলিত, কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এএসিআর-২ তো নয়ই কোন্ কোন্ পদ্ধতি প্রচলিত তা বোধগম্য নয়।

অপরদিকে শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে ডিডিসি-এর ১৯তম সংস্করণ সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে এখন ডিডিসি-র ১৬তম সংস্করণ অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া বাংলা বইগুলোর ক্ষেত্রে কি ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না। ক্যাটালগিং ও শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে এ সমস্ত অচল পদ্ধতি অনুসরণ করায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পদ্ধতি ছাড়াই ইচ্ছা মত শ্রেণীকরণ করায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তার প্রয়োজনীয় বইটি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে যতদূর জানা যায় আজ কয়েক বছর যাবৎ নতুন বই সংগ্রহ করা হচ্ছে না। ফলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীগণ বিষয় অনুযায়ী নতুন বইয়ের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নতুন যে সমস্ত বিভাগ খোলা হয়েছে তার অনেক বিভাগেরই বই লাইব্রেরিতে নেই (দু'একটি ছাড়া)। তাছাড়া বর্তমানে বইয়ের চাইতে সাময়িকী/জার্নাল-এর চাহিদা বেশি, কিন্তু জার্নাল শাখায় গেলে দেখা যাবে নতুন কোন জার্নাল সংগৃহীত হয়নি।

সংখ্যার দিক দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এসব বইয়ের অধিকাংশ বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য সাহায্য সংস্থা হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউসিস, এশিয়া ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। সাহায্য সংস্থা থেকে পাবার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় বইয়ের চেয়ে অন্যান্য বইয়ের সংখ্যা বেশি। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকগণ যেসব বইয়ের 'রেফারেন্স' দিয়ে থাকেন তার অধিকাংশ বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণের অভিযোগ হলো বিভাগীয় শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী বই ক্রয় করা হয় না।

লাইব্রেরির ধার বিভাগ নিয়েও আজ নানা অভিযোগ উঠেছে। ধার বিভাগটিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই ধার দেবার সময়সূচী বেঁধে দেয়া হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বই ধার দেয়া হয়। অথচ এই সময়টাতে ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাস, টিউটরিয়াল, ব্যবহারিক এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। যার ফলে এ সময়টাতে বই ধার নেয়া এবং ফেরত দেয়া খুবই অসুবিধা। একটা বইয়ের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ।

তাছাড়া সকাল ৮টার দিকে বই ধার নিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় কর্মচারী নেই বা থাকলেও বলে থাকেন 'একটু পড়ে আসুন' ইত্যাদি। এতো কিছুর পরও ছাত্রছাত্রীরা তার চাহিদার বইটি পান না। এ ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে- শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের হাতে অনেক বই বছরের পর বছর আটকা পড়ে রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই জাতীয় বই গ্রহণকারীদের অনেকেই দেশের বাইরে অবস্থান করছেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন ও লাইব্রেরি আইনের পরিপন্থী। অভিযোগ হলো, শিক্ষক ও কর্মকর্তারা কেউ কেউ নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্য বই তুলে নিয়ে দীর্ঘদিন আটক রাখছেন। অথচ এদের বিরুদ্ধে জরিমানা বা কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। তদুপরি ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে লাইব্রেরিতে রয়েছে ৬টি ফটোস্ট্যাট মেশিন যা প্রায় সময়ই অচলাবস্থায় থাকে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরির জন্য সংরক্ষিত বই বা জার্নালগুলো ফটোস্ট্যাট করে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কর্মচারীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক জটিলতা মেশিনগুলো মেরামতের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে ফটোকপি করার পদ্ধতিও সময়োপযোগী নয়। কেননা এক পৃষ্ঠা ফটোকপি করতে চাইলেও এক পৃষ্ঠার জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে রসিদ দেখিয়ে ফটোকপি করতে হয়। এসব জটিলতা ও অব্যবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করছে এবং লাইব্রেরিতে গিয়ে তারা লেখাপড়ার পরিবর্তে গল্পগুজবে মগ্ন থাকছে। এমনকি ফটোকপি করতে না পেরে বইয়ের পাতা কাটছে।

তাই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ-এর কথা বিবেচনা করে আধুনিকায়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে লাইব্রেরি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করবেন বলে সংশ্লিষ্ট সকলের অভিমত।